স্বদেশ

অরবিন্দ দাশগুপ্ত

খুঁজেছি তোমাকে—
তোমাকে খুঁজেছি এক আকাশ ভরা তারাতে
তোমাকে খুঁজেছি কয়লা খনিতে, ধাওড়ায়
জলঢাকা তেকে গঙ্গার মৃদু ছন্দে
তোমাকে খুঁজেছি শ্মশানের থেকে কবরে

তোমাকে খুঁজেছি মৎস্যজীবির ট্রলারে
তোমাকে খুঁজেছি ভিড়ে ভরা রেল কামরায়
তোমাকে খুঁজেছি স্টেডিয়ামে রেসকোর্সে
তোমাকে খুঁজেছি পাহাড় ও মরুভূমিতে

জঙ্গলে ঝড়ে আলুথালু ক'রে বৃক্ষ
তোমাকে খুঁজেছি পাখিদের ভীরু দু'চোখে
তুমুল বৃষ্টি ধুয়ে দিলো যার চালাঘর
তোমাকে খুঁজেছি — তার ভিক্ষার ঝুলিতে

তোমাকে খুঁজেছিগুজরাত থেকে অসমে
যে মেয়েকে খেলো আধখানা দাঁত দানবে
তোমাকে খুঁজেছি তার ভেঙে যাওয়া কান্নায়
তোমাকে খুঁজেছি আমার বুকের খনিতে

কারোটির থেকে ছুটে এসে ঝোড়ো মেঘ
অশ্ব ছোটালো ক্ষয় হয়ে যাওয়া শোণিতে
হুড়মুড় ক'রে মাস্তুল ভেঙে বজরার
মত্ত মাদল— দ্রিমি দ্রিমি বোল বাজলো

তোমাকে খুঁজছি তোমাকে খুঁজছি শরীরে
তোমাকে খুঁজছি ভাঙা জানালার পাল্লায়
তোমাকে খুঁজছি তোমাকে খুঁজছি স্বপ্নে
তোমাকে চেয়েছি আর কোথাও যাবো না।

শোভাযাত্রা

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

চারিদিকে দীর্ঘ কোলাহল
যেন পাতাল থেকে উঠে আসছে অহিরাবণের সেনা
আগুন-আগুন আর আমি খুঁজছি অগ্নিনির্বাপক ফেনা

আমি খুঁজছি গ্রামের বাড়িতে ফেলে আসা জামিরের ছায়া
রসালো ও টক সবুজ পাতা, আমি খুঁজছি রক্তমাখা স্মৃতি
ধূরন্ধর শহুরে হয়ে যাওয়ার আগে সরস্বতী পুজোর চাঁদা

আমি খুঁজছি সাপের খোলস আর পিঁপড়ের ডিম
ফেলে আসা অশ্রুকণা, হলুদ হয়ে কেমনভাবে ঝরে পড়ছে পাতা
আমি খুঁজছি আঁশবটিতে কেটে যাওয়া ডান হাতের বুড়ো আঙুল

পাতাল থেকে উঠে আসছে অসহ্য কামনা
শরীর জুড়ে বয় দীর্ঘ কোলাহল, বিষ ঢালে ধাতব প্রতিমা
এই দীর্ঘ বিষণ্ণ রাত্রে আমি চাইছি চৈত্র পূর্ণিমা।

আয় শত্তুর, বন্ধু হবি একটি বাউল কবিতা

অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী

আমার পাশে যা দেখি তাই, পড়শি আমার
একা থাকার জায়গা নেই;
ভেতর ভেতর প্যাঁচপত্তর, মরছি পুড়ে
বাইরে ভেতর পড়শি সবাই
একা থাকার জায়গা নেই;
জন্ম থেকে ছ'জন সঙ্গী, সকাল থেকেই এমন জঙ্গী
লড়াই করার অন্তর নেই
সাধু বলে ছজন কুমির, ছয় শত্তুর ছয় হাম্বির
ওদের জ্বালায় নিস্তার নেই
ওদের ছলে প্যাঁচপয়জালে
ওরুণ ভাসে অগাধ জলে, জগৎ মরে ভাবনাতেই
আয় শত্তুর বন্ধু হবি, প্রেমের বাগান কলকলাবি
আগুন মুখে ঢালবি না ঘি
সাত বন্ধু নাচবো তুমুল বাউলমেলাতেই
ব্রহ্ম হাঁড়ি প্রেমের বাড়ি, পেম-আগুনে পুড়বে ভারি
সাত বন্ধু নাচবো গাইবো
প্রেমানন্দে হাসবো খেলবো
থাকার জায়গা হবে সবখানেই...

রাত্রিতারা

অলোক সেন

রাত্রি একা এগিয়ে চলেছে শ্মশানভূমির দিকে
—এই তো আমি, আবছা আলোয়, চন্দ্রালোকে
রাত্রি, তোমায় অভিবাদন বিদায় বেলায়।

সংগৃহীত যা সব কিছু, সামান্য জয় একটি- দুটি
জ্বলতে থাকা স্মৃতির সলতে আড়াআড়ি
ভালোবাসার না - চেনা ঢেউ, দু-একটা হালকা পালক

রাত্রি, এই উড়িয়ে দিলাম, মহার্ঘ যা ছিল সব
শুধু সেই সন্ধ্যাতারা—তার কথা কি জানতে তুমি

বাষ্পীভূত সকলধারা — গচ্ছিল থাক তোমার কাছে রাত্রিতারা।

রক্তলেখা

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

কেমন আছ একলা তুমি বৃষ্টিদিনে
এখনও কী মেঘকে নিয়ে ছবি আঁকো
ভাসাও নৌকো দূর ঠিকানায় মনে মনে
এখন তুমি দিদিমণি, অনেক বড়ো

কেউ কখনও ভুলতে পারে অতীতকথা
স্মৃতির পলি খুঁড়ে দেখো দিব্যি আছে
যতোই তুমি বদলে ফেলো প্রাচীন পোশাক
ফল্গুধারায় আজো জেনো সে সুর বাজে

কখনও কী ভেবেছিলে বর্ষাদিনে
এক মুশাফির লিখবে তোমায় রক্তলেখা
চিঠি যদি নাইবা লেখো মেঘকে বোলো
বৃষ্টি হয়ে ঝরবে তোমার একলা কথা

বর্ষারাতে কেমন আছি জানতে চাও !
জানতে চাও কেমন আছে একলা কবি !
মেঘলা দিনে মেন থাকে সূর্যমুখী !
একলা করে সূর্য তাকেই ছুঁতে চায়

ঘর

অমিত গুপ্ত

ঘর বলতে বাল্য হামাগুড়ি
ঘর বলতে ভিটে মাটি বাটি
ঘর বলতে প্রাচীনতম বট - অশ্বথ
ঘর বলতে গ্রামের নাম - আর আলপথ
ঘর বলতে ফি বছরই বন্যা - প্রলয়
ঘর বলতে খরায় জ্বলার ভয়
এরই মধ্যে মন বদলের ছোটা
বিশুদ্ধ এক বাতাস নিয়ে ফেরা
ঘর বলতে টুসু-ভাদু-ঝুমুর তালে গান
নদ পেরোলে কদমখন্ডী একতারাটার টান

ঘরগুলো আজ দু-আধখানা - একলা শোবার
কেউ কারো নয়—সবারই ভয়-সব হারাবার।
সন্ধ্যে হলেই ভয়—
ঘর ছাড়াদের স্কুলবাড়ী আশ্রয়
ভোর প'ড়ে থাকে সেই সবুজর ঘাসে
এখন যেখানে সি.আর.পি. এফ বসে

ঘর বলতে শীষের বাতাস নগ্ন শরীরময়
ঘর বলতে এখন কেবল রাঙা চোখের ভয়
ঘর বলতে সাতের প্যাঁচে পাঁচ
সাতপুরুষের ভিটেয়ে ঘুঘু-জোরজুলুমের রাজ
সাতপুরুষের ভিটেয় ঘুঘু-জোরজুলুমের রাজ
খুন - ধর্ষন - আতঙ্ক আর ভয়
ঘরের কথা ভাবলে চোখে
বন্যা ব'য়ে যায়—

বীতবর্ষণ

তরুণ সান্যাল

বীতবর্ষণে মেঘ ঘনিয়েছে দুঃখ
এমন ঊষর দৃষ্টি দেখিনি পূর্বে
ছায়ার রৌদ্র কজ্জ্বল টানা অক্ষি
ঘন হরিদ্রা অমা লুফে নিল দুর্বা

ঠোকাঠুকি হয়ে আঁকা মেঘে মেঘ ডম্বর
বিদ্যুৎ চিরে দেয় বুক ছিঁড়ে কঙ্কা
গহন মোহন অহন - অহনা দম্ভী
ইলিশে চাঁদায় রোদ ঝলকায় শল্ক

সাগর কন্যা পাথরে ঊর্ণা উৎস
ঝরণা নাকি তা ওষ্ঠে আর্দ্র বিন্দু
মেঘ উপলেও চাষী বৌ হলে নিঃস্ব
সুরসুন্দরী ঢুলে পড়ে চাঁদ কুন্দ।

যাক বর্ষণ ভীত দান দিতে বিশ্ব
এমন প্রতিমা বাজারে বিকোয় পর্বে
সখাসখী তোরা গুনে গুনে নিস হিস্যা
বর্ষায় যাবে মাতরিশ্বার গর্ব

হাওয়া অফুরান চাওয়া অফুরান বঙ্গে
বীতবর্ষণে হৃতকর্ষণ অঙ্গে।

অজিত একটি গৃহপালিত পশু

অজিত ভড়

আমারও নিজস্ব কিছু গাছ আছে
আছে নিজস্ব চিল - গাঙচিল

আমারও নিজস্ব কিছু নদী আছে
আছে জল- জলাশয়

আমারও নিজস্ব একটা ডোঙা আছে
পাঁচ হাত বাই তিন হাত আরব সাগরে
ওই ডোঙা জাল ফেলে
মাছ ধরে

আমারও নিজস্ব কিছু ভয় আছে, যে ভয়ে
আমি আর ধনুক ছুঁড়ি না—

আমারও নিজস্ব একটা উপন্যাস আছে
যে উপন্যাসে তিতির কিম্বা অজিত
মূলতঃ একটি গৃহপালিত পশু।